সমকাল

তারিখ 26 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

সুবিধা আদায়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থান মালিকপক্ষের

■ রাজবংশী রায়

সুবিধা আদায় নিয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েছেন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকরা। একদিকে শিক্ষার্থী পাওয়া যাচ্ছে না এ অজুহাতে ভর্তি পরীক্ষায় মেধাস্কোর কমানোর দাবি করছেন; অন্যদিকে মেডিকেল কলেজের জন্য আসন বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে সরকারের কাছে চিঠি লিখেছেন।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

সম্প্রতি ৪২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৬০৫টি আসন বৃদ্ধির আবেদন করেন মালিকরা। এ দাবি আমলে নিয়ে ৩৭টি মেডিকেল কলেজের আসন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। পাঁচটি মেডিকেলের আবেদন বিবেচনার জন্য উচ্চ পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি মেডিকেলের জন্য গড়ে ৫ থেকে ৩০টি আসন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। এ আসন সংখ্যা বাড়ানো হলে ৪০ জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে নতুন ১৫টি মেডিকেল কলেজ চালু করা সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের আচরণ পরস্পরবিরোধী। যদি শিক্ষার্থীই না পাওয়া যায় তা হলে আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব কেন– এমন প্রশ্ন তার। ৬০৫টি আসন বাড়ানো হলে ৪০ আসনের ১৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ চালু করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সমকালকে বলেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের এ ধরনের আচরণ পরস্পরবিরোধী।

সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের ভর্তি পরীক্ষায় নম্বর কমানোর দাবি নাকচ করা হয়। তবে আসন বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। মালিকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ৪১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের জন্য ৬০৫টি আসন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো দেখভাল করে। সুপারিশ আমলে নিয়ে পাঁচটি ছাড়া বাকি ৩৬টি মেডিকেলে আসন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন কমিটিও।

আসন সংখ্যা বাড়ানো মেডিকেল কলেজের তালিকায় রয়েছে রাজধানীর মগবাজারের আদ-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

সুবিধা আদায়ে পরস্পরাবরোধী

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

১৫. মিরপুরের ডেলটা মেডিকেল ১০. ধানমণ্ডির নর্দান মেডিকেল ১৫ ও জেডএইচ শিকদার উইমেন্স মেডিকেল ১০. গাজীপুরের তায়রুননেসা মেমোরিয়াল মেডিকেল ১০. টঙ্গীর ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল ১০. মানিকগঞ্জের মুন্নু মেডিকেল ১০. গুলশানের সাহাবউদ্দিন মেডিকেল ৫. উত্তরার ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল ১০. তুরাগ এলাকার আপডেট ডেন্টাল কলেজ ১৫. উত্তরার সাপ্লোরো ডেন্টাল কলেজ ১০. ময়মনসিংহের কমিউনিটি বেজড মেডিকেল ৫. ধানমণ্ডির আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল ২০. পপুলার মেডিকেল ৫. বড় মগবাজারের ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল ১৫. ধানমণ্ডির গ্রিন লাইফ মেডিকেল ১০. খুলনার গাজী মেডিকেল ১৫. চট্টগ্রামের সাউদার্ন মেডিকেল ২০. কুমিল্লার ময়নামতি মেডিকেল ২০. সিলেটের নর্থ ইষ্ট মেডিকেল ৫. রাজধানীর এমএইচ সমরিতা মেডিকেলে ১৫ এবং ডেন্টাল ইউনিটে ১৫. ধানমণ্ডির বাংলাদেশ ডেন্টাল ২০. উত্তরা আধুনিক মেডিকেল ১০. কুমিল্লার সেন্ট্রাল মেডিকেল ৩০. সাভারের এনাম মেডিকেল ২০. ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেলের ডেন্টাল ইউনিটে ২০ ও কমিউনিটি বেজড মেডিকেলের ডেন্টাল ইউনিটে ৩০. ধানমণ্ডির মেট্রি ডেন্টাল ২০. মালিবাগের সাফেনা উইমেন্স ডেন্টাল ২০. মগবাজার ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল ১৫. গাজীপুরের সিটি মেডিকেল ১০. উত্তরার শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল ১০. মগবাজারে ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল ১০. উত্তরার মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন্স ১০. রাজশাহীর ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল ২৫. রংপুরের প্রাইম মেডিকেল ৫ ও রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল ৫. সিলেটের উইমেন্স মেডিকেল ১০. চট্টগ্রামের বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল ২৫. রাজশাহীর বারিন্দ মেডিকেল ২৫ এবং রাজধানীর হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের জন্য ১০টি আসন বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন কমিটি ধানমণ্ডির নর্দান মেডিকেল ও জেডএইচ শিকদার উইমেন্স মেডিকেল, টঙ্গীর ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল, গুলশানের সাহাবউদ্দিন মেডিকেল এবং রাজধানীর হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ছাড়া অন্য সব মেডিকেলের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। এ পাঁচটি মেডিকেল কলেজের আবেদন বিবেচনার জন্য উচ্চ পর্যায়ে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

মালিক পক্ষের দাবি, মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফি বেশি হওয়ায় এবং ভর্তির স্কোর ১২০ হওয়ার কারণে ৪০ শতাংশ আসন খালি পড়ে থাকে। মালিকপক্ষ ভর্তি ফি না কমিয়ে ভর্তি স্কোর কমিয়ে ১০০ করতে সরকারের ওপর চাপ দিয়ে আসছিল। একই সঙ্গে তারা আসনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও সরকারের কাছে আবেদন করে। কিন্তু মেধাস্কোর কমানোর দাবি নাকচ করে দেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, মালিকপক্ষের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বাণিজ্যিক। বাড়তি শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য শিক্ষক কোথায়– এমন প্রশ্নও করেন তিনি।

১৫ জানুয়ারির মধ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোকে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও শিক্ষার্থী পাচ্ছে না এমন দাবি করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ভর্তির সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেন মালিকরা। পরে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ভর্তির সময়সীমা বাড়ানো হয়।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বর্তমানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ১৫ থেকে ২২ লাখ টাকা পর্যন্ত ভর্তি ফি এবং মাসিক বেতন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। এ ধরনের উচ্চ ভর্তি ফি এবং বেতন নির্ধারণের কারণে উচ্চবিত্ত ছাড়া অন্য কোনো পরিবারের সন্তানরা বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তি হতে পারছেন না। গত মহাজোট সরকারের সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক অতিরিক্ত সচিবকে সভাপতি করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ভর্তি ফি এবং বেতন চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ওই কমিটি ভর্তি ফি ৮ থেকে ১২ লাখ টাকা এবং মাসিক বেতন তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু মালিকপক্ষের আপত্তির মুখে ওই প্রস্তাব স্থগিত করে মন্ত্রণালয়।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ ও ইষ্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজের স্বত্বাধিকারী ইকরাম হোসেন সমকালকে বলেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ চালানো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শিক্ষার্থী ভর্তি ফি ও বেতনের ওপরই সিংহভাগ ব্যয়ভার নির্ভর করতে হয়। তাই ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মালিকরা ভর্তি ফি নির্ধারণ করেন।

শিক্ষার্থী না পাওয়ার অজুহাতে মেধা স্কোর কমানো এবং আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি পরস্পরবিরোধী কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আসলে দুই ধরনের সুবিধাই প্রয়োজন। অন্যথায় মেডিকেল কলেজ চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

নতুন ১২টিসহ দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৬৬টি এবং ডেন্টাল কলেজ ২১টি। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে অনুমোদন দেওয়া ১২টি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম স্থগিত করে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।